বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

101

প্রাইভেট টিউটর

গত ২২শে অক্টোবর দৈনিক বাংলার জনমত কলামে ১২/১২ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুর ঢাকাস্থ জনাব মোহাম্মদ শাহজাহানের লেখা 'প্রাইভেট টিউটর' শিরোনামের পত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জনৈক অভিভাবকের ইতিপূর্বে এই কলামে প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে লেখা এক পত্রের ভিন্নমত পোষণ করে পত্র লিখেছেন মোহাম্মদ শাহজাহান। তিনি তার পত্রে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশানী করার বিপক্ষেই, মতামত ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে। তার একটি যুক্তি ছিল যে স্কুল শিক্ষকরা টিউশানী করলে ক্লাসে পড়ানোর প্রতি মনোযোগী হন কম। তাদের লক্ষ্য থাকে টিউশানীর দিকে, এবং তারা চান যে ক্লাসের চেয়ে বরং ছাত্ররা প্রাইভেট পড়ে জ্ঞানার্জন করুক। এতে উক্ত শিক্ষকের অর্থনৈতিক লক্ষ্যই প্রধান হয়ে ওঠে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে শিক্ষকদের আত্মনিয়োগ করার ফলে যতটা না ক্ষতি হচ্ছে তার চেয়ে বেশী লাভই হচ্ছে শিক্ষা পেতে ছাত্রছাত্রীদের। স্কুল শিক্ষকের বিকল্প টিউটর হিসাবে হয়ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা ভাবতে পারেন পত্র লেখক। কিন্তু একজন ছাত্র টিউটরের চেয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক টিউটরের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনেক উন্নত নিঃসন্দেহে। এবং টিউটর হিসাবে কোন শিক্ষক যদি স্কুল বা ক্লাসের বাইরে টিউশানী করেন, তাতে ক্লাসের শিক্ষা ব্যাঘাত হবে বলে আমরা মনে করি না। কারণ যিনি ক্লাসে ভাল পড়ান তিনি টিউশনী করলেও ভাল পড়াবেন। পক্ষান্তরে কোন শিক্ষকের স্বভাবে যদি ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা থাকে তবে তিনি টিউশানী না করলেও ওই একইভাবে ক্লাস নেবেন। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকদের টিউশনী প্রথা বন্ধ হলে বরং শিক্ষার মান নিম্নগামী হবে। কেননা তখন একজন শিক্ষক আর শিক্ষার সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্ন জড়িত থাকবেন না। বাধ্য হয়ে স্কুলের বাইরে তিনি এমন সব পেশার সঙ্গে জড়িত হবেন যা তার শিক্ষানুরাগী মনের অপমৃত্যু ঘটাবে।

আর প্রাইভেট টিউটরের সুযোগ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও এই স্বল্পতা, গোটা সমাজ কাঠামোর তুলনায় অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেই বা শতকরা ক'জন শিশু-কিশোর? সুতরাং প্রাইভেট টিউটর হিসাবে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ বন্ধ করার দাবি না তুলে বরং শিক্ষার পরিবেশ এবং মানোন্নয়নের প্রশ্নটি নিয়ে বিবেচনাই এ মুহূর্তে অধিকতর জরুরী বলে মনে করি।

—শাহ মফিজউদ্দীন আহমদ
জহুরা ম্যানশন বাংলা মোটর ঢাকা।